স্বাধীনোত্তর পর্বে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পর্যালোচনা (১৯৪৭-২০২১)

অলোক কোরা, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপ সুন্দরবন তার সামুদ্রিক ও মোহনার মৎস্য সম্পদের জন্য বিশেষ ভাবে পরিচিত। তাছাড়া সুন্দরবনের অভ্যন্তরীণ জলাশয়, খাল, বিল ও মাছ চাষের ভেড়ি থেকেও প্রচুর পরিমাণে মৎস্য উৎপাদিত হয়ে থাকে। সুন্দরবনের জনসংখ্যার একটা বৃহৎ জনগোষ্ঠী এই মৎস্য কার্যক্রমের উপর নির্ভরশীল, যারা মৎস্যজীবী নামেই পরিচিত। এই মৎস্য আহরণ সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম, তাছাড়া সুন্দরবনের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয় এই মৎস্য সম্পদকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে সুন্দরবনের পরিবেশে বন্যপ্রাণী ও বিষাক্ত সাপের বাসভূমি ছিল। তাসত্ত্বেও ঔপনিবেশিক সরকার ব-দ্বীপের এই জলাবদ্ধ বনভূমিকে তাদের রাজস্বের উৎস হিসেবে দেখেছিল। সুন্দরবন পুনরুদ্ধার হয় এবং শ্বাপদসংকুল আতিথ্যহীন অঞ্চলগুলি চাষের জমিতে পরিণত হতে থাকে। সুন্দরবন আবিষ্কৃত হয়েছিল একথা সত্য নয়, কেননা এই অঞ্চলের চন্দ্রকেতুগড়, ছত্রভোগ, জটার দেউল, জি-প্লট, রাক্ষসখালি ইত্যাদি স্থানের থেকে প্রাপ্ত নিদর্শন সুন্দরবনের ঐতিহ্যকে অতীতে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। সুদীর্ঘ ইতিহাসের পরিক্রমায় সুন্দরবন বিভিন্ন সময়ে কালের গহ্বরে তলিয়ে গিয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের সময়কালে এই অঞ্চল পুনরায় অন্ধকার থেকে আলোতে উদ্ভূত হয়েছিল। সুন্দরবনের আধুনিক ইতিহাস অবশ্য ঔপনিবেশিক পুনরুদ্ধার নীতির বাস্তবায়নের ফল। জমির পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ার জন্য সুন্দরবনের জনসংখ্যার সিংহভাগ ছোটনাগপুর ও পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলের অর্থাৎ উত্তরের সংলগ্ন জেলাগুলি থেকে বিপুল সংখ্যক অভিবাসীদের নিয়ে আসা হয়েছিল।

জমির পুনরুদ্ধারের পর সমগ্র সুন্দরবন কৃষি উৎপাদনকারী ভূমিতে পরিণত হয়েছিল। সুন্দরবনের এই অঞ্চলে অন্য কোন পেশা না থাকার কারণে এখানকার মানুষেরা কৃষিকাজের পাশাপাশি জীবিকা নির্বাহের সহায়ক মাধ্যম হিসেবে মাছ ধরা, কাঠ কাটা ও মধু সংগ্রহ প্রভৃতি কাজ করত। সুতরাং কৃষিকাজ হল সুন্দরবনের মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান ভিত্তি এবং মৎস্য ও বনজ সম্পদ সংগ্রহ হল তাদের সহায়ক মাধ্যম। বর্তমানে সুন্দরবনে বসবাসকারী লক্ষাধিক মৎস্যজীবীদের কাছে মৎস্য সম্পদ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান ভিত্তি। ১৯৪৭ সালের পর থেকে মৎস্য সংস্কৃতি নিয়ে সরকারের ইতিবাচক মনোভাব গড়ে ওঠে। ১৯৭৩ সালে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের মৎস্যজীবীদের উন্নতিতে সরকারি সহযোগিতা দেখা যায়। সরকারি মৎস্য দপ্তর ও সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের উন্নয়নে প্রভূত উন্নতি সাধিত করার চেষ্টা করে চলেছে। সুন্দরবনে মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের ভালো সম্ভাবনা রয়েছে, কেননা এখানে সামুদ্রিক ও অভ্যন্তরীণ প্রচুর পরিমাণে মৎস্য পাওয়া যায়। বংশ পরম্পরায় জাল বুনে, মাছ ধরে, জলের রং দেখে মাছের উপস্থিতি বোঝা, আবহাওয়ার চেহারা বোঝা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সাথে লড়াই, বাঘ-কামট-কুমিরের ভয় এসবের মাঝে জীবন যুদ্ধের মানসিক শক্তি নিয়ে অসামান্য পেশাগত দক্ষ এই মৎস্যজীবী সম্প্রদায়। ১৯৪৭ থেকে ২০২১ সময়কালের মধ্যে জনসংখ্যার চাপ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও বাস্তুতান্ত্রিক অবক্ষয় এই এলাকার জীববৈচিত্র্য, স্থায়িত্ব ও মৎস্য সম্পদের অস্তিত্ব এবং মৎস্যজীবীদের জীবিকার মধ্যে সংকট তৈরি করেছে, তাদের জীবন বিপন্ন করে তুলেছে। ধারাবাহিক বিপন্নতা সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের অর্থনীতি, সমাজ-সংস্কৃতি ও ধর্মীয় জীবনের বিবর্তনে যে সংকট তৈরি করেছে সেই বিষয়ে আলোকপাত করাই আমার গবেষণার উদ্দেশ্যে।